নির্মল পাল ও বাংলাদেশের সেনাপতি

কর্ণফুলী রিপোর্ট

একুশে একাডেমী অষ্ট্রেলিয়ার ঐতিহাসিক সভাপতি নির্মল পাল সম্প্রতি বাংলাদেশে পারিবারিক ছুটি কাটাতে যান। কর্ণফুলীর মাধ্যমে তার আগমন সংবাদ অবগত হয়ে বাংলাদেশের কয়েকটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকা ও টেলিভিশন মাধ্যম সিডনীতে প্রতিষ্ঠিত মাতৃভাষা স্মৃতিফলক ও এর আনুষাঙ্গিক বিষয়গুলো জানার জন্যে তাকে সাদর নিমন্ত্রন জানান। ঢাকা থেকে বহুল প্রচারিত ও বিখ্যাত টিভি চ্যানেল 'এন টিভি' গত ১৬ই জানুয়ারী (মোঙ্গলবার) বিকাল ৬.২০টা থেকে টানা কুড়ি মিনিট সভাপতি নির্মল পালের সাক্ষাৎকার প্রচার করেন। শ্রী নির্মল পাল উদারতার সাথে প্রবাসের মাটিতে মাতৃভাষা স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা, তার সহকর্মীদের অবদান ও সমসমায়িক কার্যকলাপের কথা অত্যন্ত সুন্দরভাবে টিভিতে বর্ননা করেন। সিডনীতে 'একুশে একাডেমী' নামক প্রতিষ্ঠানটি কিভাবে, কখোন এবং কি উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার একটি নাতিদীর্ঘ চিত্র তিনি লক্ষ লক্ষ টিভি দর্শকদের কাছে সেদিন বর্ননা করেছিলেন। টিভি সাক্ষাৎকারের শেষপ্রান্তে তিনি সারাবিশ্বে ছড়িয়ে থাকা সকল বাংলাদেশীদেরকে মা'য়ের ভাষাকে সংরক্ষন, লালন ও চর্চা করতে আহ্বান জানান। বাংলাদেশে নির্মল পালের আগমনের কথা জানতে পেরে বর্তমান সেনা প্রধান লে: জে: মঈন ইউ আহমেদ তাকে সাক্ষাৎ করার জন্যে আনুষ্ঠানিকভাবে নিমন্ত্রন করেন। বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও জারীকৃত জরুরী অবস্থার শত ব্যাস্ততার মাঝেও জেনারেল মঈন গত ১৪ই জানুয়ারী (রোববার) শুভেচ্ছা বিনিময় পর প্রায় আধাঘন্টা দেশ বিদেশে বাংলাভাষার সেবা ও চর্চা বিষয়ে শ্রী নির্মল পালের সাথে তার আপিসে অতি একান্তে আলোচনা করেন। গত ২০০৬ এ জেনারেল মঈনের সিডনী ভ্রমনকালীন একুশে একাডেমীর তৎকালীন সভাপতি নির্মলের আতিথিয়তা ও সাংগঠনিক তৎপরতার কথা মনে করে তিনি বার বার তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। জেনারেল মঈন তার অবসরগ্রহন পর নির্মলের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেশ ও ভাষার জন্যে ভালো কিছু করার আন্তরিক ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাদের বৈঠকটি ছিল অত্যন্ত আন্তরিক ও সৌহার্দপূর্ন। বিদায়কালে জেনারেল মঈন শুভেচ্ছার প্রতীক হিসেবে শ্রী নির্মল পালকে দুটি উপহার প্রদান করেন।

বাংলাদেশের সেনাপ্রধান লে: জে: মঈন ইউ. আহমেদের সাথে নির্মল পাল

বাংলাদেশের দৈনিক সংবাদ গত ১৮ই জানুয়ারী (বৃহস্পতিবার) সিডনীর একুশে একাডেমীর ভাষাস্মৃতি ফলক প্রতিষ্ঠা ও এর মুল উদ্যেক্তা শ্রী নির্মল পালের উপর একটি বিরাট প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। দৈনিক সংবাদের প্রচারিত প্রতিবেদনটি পড়তে এখানে টোকা মারুন।

দৈনিক মানব জমিন, আমার দেশ সহ বাংলাদেশের আরো কিছু জাতিয় দৈনিক শ্রী নির্মল পালকে স্বতস্ফুর্তভাবে ইন্টারভিউ করেন। অত্যান্ত গুরুত্ব দিয়ে এ সকল দৈনিকগুলো ভাষা আন্দোলনের মাস

ফেব্রুয়ারীতে বিশেষ প্রতিবেদন ছাপবেন বলে জানা গেছে। বাংলাভাষা আন্দোলন ও বাংলাকে আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে স্বিকৃতি দেয়ার জন্যে অষ্ট্রেলিয়ার সংসদে যে আলোচনা হয়েছিল সে বিষয়েও তিনি বিভিন্ন পত্রিকাকে বলেছেন। সংসদ বৈঠকে সাংসদ শ্রী এ্যন্থনী আলবানীজের উপস্থাপিত বক্তব্যর ভিডিও চিত্র ঐ সকল পত্রিকার সম্পাদক সহ প্রায় সকল সাংবাদিকরা অতি আগ্রহ নিয়ে দেখেন। ওদিকে কর্ণফুলীর পশ্চিম বঙ্গ প্রতিনিধি নিখিল পাল থেকে সংবাদ পেয়ে কোলকাতার বিখ্যাত দৈনিক দি ষ্ট্যাটসম্যান বাংলাভাষার নিবেদিত কর্মী নির্মল পালকে এক নজর দেখার জন্যে তাদের ভবনে আমন্ত্রন জানান। প্রবাসে মায়ের ভাষার সম্মান উজ্জল ও চর্চা করার বিষয়ে শ্রী নির্মল পালকে দীর্ঘক্ষন ইন্টারভিউ করেন তাদের ডাকসাঁইটে সাংবাদিক ও পত্রিকার সিটি এডিটর শ্রী তরুণ গোস্বামী। প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ে বাংলা ভাষা ফলক প্রতিষ্ঠা করে সিডনীর একুশে একাডেমী যে অভুতপুর্ব খ্যাতি সারা বিশ্বে অর্জন করেছে সে ইতিহাসের নেপথ্য কাহিনী জানতে পশ্চিম বঙ্গের বিখ্যাত পত্রিকা আনন্দবাজারও সভাপতি নির্মল পালকে তাদের কার্যালয়ে আমন্ত্রন জানিয়েছিলেন। সময় স্বল্পতার কারনে তাৎক্ষনিক তিনি তাদের আমন্ত্রন রাখতে পারেননি। তবে ভাষাফলক প্রতিষ্ঠায় যে পরিশ্রম ও অভিজ্ঞতা তিনি অর্জন করেছেন তার উপরে অদুর ভবিষ্যতে শ্রী নির্মল পালের লেখা একটি প্রতিবেদন দৈনিক আনন্দবাজার তারা ছাপবেন বলে জানা গেছে। নির্মল পাল একুশে একাডেমীর দুত ও ঐতিহাসিক সভাপতি হিসেবে দেশে-বিদেশে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম ও প্রতিষ্ঠানে সিডনী প্রবাসী বাঙালীদের মুখ উজ্জল করেছেন। নিজ সংগঠন ও সহকর্মীদের অবদান ও কর্মদক্ষতার স্তুতি নিঃসংকোচে গেয়ে এসেছেন তিনি। প্রাক্তন সহকর্মী ড: সুলতান, ড: স্বপন পাল, আবদুল ওহাব ও নেয়ামুল বারী সহ সকলের অবদানের কথা তিনি টিভি ও প্রতিটি পত্রিকার সাক্ষাৎকারে অতি সম্মানের সাথে স্বরন করেছিলেন। বাংলাভাষা প্রেমী সকলের জন্যে নির্মল বয়ে এনেছেন একরাশ শুভেচ্ছা ও সম্মান। সিমীত চৌহদ্দীর বাইরে জাতীয়ভাবে সারা বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গে সিডনীর একুশে একাডেমীকে প্রথমবারের মত পরিচিত ও উপস্থাপন করতে পেরে নির্মল পাল নিজেকে ধন্য মনে করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে উপরেল্লেখিত বাংলাদেশ ও ভারতের বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমগুলোতে ইন্টারভিউ ও সংবাদ প্রচার বিষয়ে শ্রী নির্মল পালকে কর্ণফুলী একান্তভাবে সহযোগীতা করেছিল।

সামরিক প্রধানের সাথে একান্ত আলোচনায় একুশে একাডেমীর ঐতিহাসিক সভাপতি

কলকাতার ইংরেজী দৈনিক "*দ্যা স্টেট্‌সম্যান*" এর সিটি এডিটর শ্রী তরুন গোস্বামীর সাথে শ্রী নির্মল পাল, সাথে কলকাতার কর্ণফুলি প্রতিনিধি শ্রী নিখিল পাল।

কর্ণফুলী রিপোর্ট, ২৮/০১/২০০৭